REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪৭ ইংরাজী 11th December 1940 | ২৭শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৻ হইতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ১৹ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /৹ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১৹ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টার:—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও
নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।
১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন:—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৻, মাঝারি ২৷৹, ছোট ১৷৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৻; ৩টী একত্রে ৫৷৹

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

—আর্থিক পরিচয়—
(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	...	২ কোটি	১০ লক্ষের উপর	
মোট চল্তি বীমা	...	১৭ "	টাকার	"
মোট সংস্থান	...	৩ "	৫৬ লক্ষের	"
বীমা তহবিল	...	৩ "	১০ "	"
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)	...	১ "	৯৭ "	"
প্রিমিয়াম আয়	...	প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা		

—বোনাস—
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ১৮৻ আজীবন বীমায় ১৫৻

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।
এজেন্সি:—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়া, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারান্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং
হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ:—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা, সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।
ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।
আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।
দরের জন্য পত্র লিখুন।

নোটিশ

গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে যাত্রিগণকে উপদেশ দেওয়া যায় যে, তাহারা যেন নিকটস্থ সরকারী ডাক্তারখানা অথবা স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টারের নিকট হইতে কলেরা এবং বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌সনাদি লইয়া যান। ইন্‌জেক্‌সনের সার্টিফিকেট লইতে ভুলিবেন না। ইতি

স্বাক্ষর—পি, সি, রায়,
ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ্‌ অফিসার
মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৪৭ সাল

পোষ্টাল ও আর, এম, এস কন্‌ফারেন্স

আগামী ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর কৃষ্ণনগরে নিখিল ভারত পোষ্টাল ও আর, এম, এস কনফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

ভারতীয় ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কন্‌ফারেন্স

আগামী ৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারী কাশীতে নিখিল ভারতীয় ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হইবে। ইহাতে সভাপতিত্ব করিবেন বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও ভারতীয় শিল্প বিভাগের সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত এম, এন, বল মহোদয়। এই ধরণের কনফারেন্স ভারতে এই প্রথম।

হরিষে বিষাদ

আজাদে প্রকাশ, বর্দ্ধমানের একজন উকিলের বাটীতে যখন বিবাহ উৎসব চলিতেছিল তখন হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে উক্ত উকিলের ভ্রাতুষ্পুত্র মারা যান। উক্ত মৃত যুবকই নাকি বিবাহের বর ছিল। বিশেষ প্রকার চিকিৎসায়ও কোনরূপ ফলোদয় হয় নাই। এই ঘটনা খুবই মর্ম্মান্তিক।

দুর্ভিক্ষে উৎসব স্থগিত

এই বৎসর বীরভূম জেলায় যে ভয়ানক শোচনীয় আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, সে জন্য বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের যে উৎসব হয়, এবৎসর তাহা বন্ধ থাকিবে। তবে আগামী ২২শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবে। বীরভূম জেলার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করিবার জন্য বাবু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু নন্দলাল বসু প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া সাহায্য কমিটি গঠিত হইয়াছে, উক্ত কমিটিতে চাঁদা সংগ্রহ করা হইতেছে। আমরা আশা করি বীরভূমের এই দুর্দ্দিনে দেশবাসী এই সাহায্য কমিটিকে মুক্ত হস্তে দান করিবেন।

পরীক্ষায় অসদুপায়

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে নিজের একগুয়েমি, অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষকদিগকে খুব সম্ভব ভয় দেখাইয়া বাধ্য করার উদ্দেশ্যে বীরভূম জেলার, সিউড়ি বেণীমাধব বিদ্যালয়ের উর্দ্ধতন শ্রেণীর একজন মুসলমান ছাত্র যে অভাবিত উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহার ফলে বিদ্যালয়টিতে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বার্ষিক পরীক্ষার সময় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য একবার ভৎর্সিত হওয়ার পর ছাত্রটী পুনরায় সেই অপরাধের পুনরনুষ্ঠান করিতে যাইয়া গার্ডের কার্য্যে নিযুক্ত জনৈক শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ধরা পড়ে। তখন সে কতকগুলি তুঁতিয়া মুখে দিয়া গিলিয়া ফেলে। সেই ছাত্রটির এই কীর্ত্তি দেখিয়া শিক্ষকগণ তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিয়া উদরস্থ বিষ বাহির করিবার সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করেন। অতঃপর তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এখন সেই কী মান ছাত্রটি আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে গিয়াছে।

কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা

বর্দ্ধমানে প্রসিদ্ধ ময়রাপটীর কালীমাতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেবীর ট্রাষ্ট কমিটীর অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত কালীচরণ নাগ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ডাক ও তারের মাশুল বৃদ্ধি

ভারত গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহার

গত ২৯শে নভেম্বর দিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে ১৯৪০ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে ডাকমাশুলের, টেলিগ্রামের এবং টেলিফোনের চার্জ্জের নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইল :—

(১) ভারতের মধ্যে প্রেরিত একতোলা ওজনের পত্রের ও ব্যবসা-সংক্রান্ত রিপ্লাই খামের মাশুলের হার বৃদ্ধি পাইয়া এক আনার স্থলে পাঁচ পয়সা হইবে। এক তোলার অধিক ওজন হইলে, দ্বিতীয় তোলা হইতে প্রতি তোলায় মাশুলের হারের কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। বর্ত্তমানে প্রতি তোলায় যে ১০ পয়সা হার নির্দ্ধারিত আছে তাহাই থাকিবে।

(২) ভারতের মধ্যে প্রেরিত পুস্তিকার প্যাটার্ণের বা নমুনার প্যাকেটের মাশুলের হার আড়াই তোলায় ছয় পাই নির্দ্ধারিত আছে। উহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রথম পাঁচ তোলার জন্য নয় পাই হইবে। প্যাকেট পাঁচ তোলার অধিক ওজনের হইলে প্রথম পাঁচ তোলার পর প্রতি আড়াই তোলায় বর্ত্তমানে মাশুলের হার যে ৫ পয়সা আছে, তাহাই থাকিবে।

(৩) ভারতের বাহিরে গ্রেটবৃটেন, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড মিশর (সুদান সমেত), প্যালেষ্টাইন, ট্রান্সজর্ডান এবং অন্যান্য বৃটিশ অধিকৃত এলাকায় ও বৃটিশ রক্ষণাধীন এলাকায় প্রেরিত এক আউন্স ওজনের পত্রের মাশুলের হার বৃদ্ধি পাইয়া আড়াই আনার স্থলে সাড়ে তিন আনা হইবে। ওজন এক আউন্সের অধিক হইলে, দ্বিতীয় আউন্স হইতে প্রতি আউন্সের মাশুলের হার এখন যে দুই আনা আছে তাহাই থাকিবে।

(৪) ব্রহ্মের এক তোলা ওজনের পত্রের মাশুলের হার বৃদ্ধি পাইয়া দেড় আনার স্থলে দুই আনা হইবে। পত্রের ওজন এক তোলার অধিক হইলে দ্বিতীয় তোলা হইতে প্রতি তোলায় বর্ত্তমানে যে এক আনা করিয়া মাশুলের হার নির্দ্ধারিত আছে তাহাই থাকিবে।

(৫) ভারতের কোনও স্থানে, ব্রহ্মে, সিংহলে, আফগানিস্থানে ও লাসায় (তিব্বত) প্রেরিত প্রত্যেক অর্ডিনারী টেলিগ্রামে এক আনা করিয়া ও প্রত্যেক এক্সপ্রেস টেলিগ্রামে দুই আনা করিয়া অতিরিক্ত মাশুল দিতে দিতে হইবে। প্রেস টেলিগ্রামে এবং শুভেচ্ছাদি জ্ঞাপক টেলিগ্রামেও এই অতিরিক্ত মাশুল দিতে হইবে।

(৬) বর্ত্তমানে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে কথা বলিতে যে হারে চার্জ্জ দিতে হয়, এখন হইতে সেই চার্জ্জের এক-দশমাংশ পরিমিত অর্থাৎ শতকরা আরও দশ টাকা সারচার্জ্জ দিতে হইবে।

দেবাসুরের সংগ্রামে

যে সভ্যতায় মূলনীতি হচ্ছে পরস্বাপহরণ, ভারতবর্ষ সে সভ্যতাকে সভ্যতা ব'লে স্বীকার করে না। 'বিজ্ঞান' মানুষের মঙ্গল বিধানেই তৎপর থাকে, কিন্তু যে বিজ্ঞান মানুষের পৃথিবীতে শতবিধ অমঙ্গলকেই টেনে আন্‌তে ওস্তাদ, ভারতবর্ষ সে বিজ্ঞানকে অজ্ঞানীর অশ্রদ্ধেয় অজ্ঞতা জ্ঞানেই ঘৃণা করে। জগদ্বরেণ্য মনীষীরা হিট্‌লার বা তার রাজনৈতিক লুণ্ঠননীতিকে কিছুতে যে স্বীকার করতে পা:ছেন না, তার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে।

বেদের যুগ থেকে ভারতবর্ষ শান্তির উপাসনাই ক'রে আস্‌ছে। বহুযুগ পূর্ব্বেই ভারতবর্ষ তার দিব্য-জ্ঞানবলে এই সত্য উপলব্ধি ক'রেছিল যে, সমর মানুষকে অমর করিতে পারে না; মানুষকে তার আত্মিক অমরত্বের পথে পরিচালিত করতে হলে'—শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইয়োরোপ এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে নি। বিগত মহাযুদ্ধের মহাবসান ঘট্‌লে পর রণক্লান্ত ইউরোপ ভারতবর্ষীয় শান্তিধর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারলো তাই তদ্দেশীয় বহু মনীষী দিকে দিকে শান্তির বাণী প্রচার করতে সুরু করলেন; তাঁরা চাইলেন মানুষ শান্ত হ'ক, ধীর হ'ক, আত্মার মহতী প্রশান্তির অমরত্ব উপলব্ধি করুক, উপাসক হ'ক প্রকৃত মানবতার। 'নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলন' তাই চল্‌লো পুরোদমে, 'শান্তি-সংঘে'র প্রতিষ্ঠা বাড়তে লাগলো দিনে দিনে, 'নিখিলবিশ্ব ব্রহ্মবিদ্যা আশ্রমের' (Theosophical Society) যশঃরাশি বিস্তৃত হ'তে লাগলো চারিদিকে।

এই সময় ইতালীর 'কালোকোর্ত্তা আন্দোলনের' মধ্য থেকে (Black Shirt Movement—1922) এ্যাডলফ হিটলারের যদি অভ্যুদয় না হ'তো—ইয়োরোপের ইতিহাস ভিন্নভাবে লিখিত হ'তো নিশ্চয়ই। অন্ততঃ এইটুকু হ'তো, সমগ্র পৃথিবীতে এমনভাবে সমরানল জ্বলে' উঠতো না দাউ দাউ করে'—মানুষ বিপর্য্যস্ত হ'তো না তার শিল্প, তার সংস্কৃতি, তার স্থাপত্যবিদ্যা, তার ভাস্কর্য্য প্রভৃতি রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টায়।

কিন্তু পৌরাণিক যুগে শান্তিকামী স্বর্গ-রাষ্ট্রের প্রসন্নতার পদ্মমধুপায়ী দেবকুলের ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মত উদিত হয়ে যুগে যুগে যেমনভাবে স্বর্গধামের সুখ ও শান্তি অপহরণ কর্‌বার দুশ্চেষ্টায় প্রমত্ত হয়েছিল, ইয়োরোপের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এ্যাডলফ হিটলার তেমনিভাবে মূর্ত্ত মহামারীর মতো প্রাদুর্ভূত হয়ে সমগ্র পৃথিবীর শান্তি ও সংস্কৃতির অমিত্রাচরণ করতে সুরু করেছে। 'গ্রন্থাবলীর অগ্নুৎসবে' (Book-burning Ceremony) বিশ্ববিখ্যাত বহু মনীষীর সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় বহু গ্রন্থ সে তার মতের ও পথের বিরোধী মনে ক'রে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল; নির্যাতিত করলো সরল ইহুদীদের—বন্ধ্যাত্ব এনে দিল তাদের কুমারীদের শরীরে, তাড়িয়ে দিল মনীষী 'হাইন্‌রিক্‌ম্যান'-কে—নির্ব্বাসন দণ্ড দিল যুদ্ধবিরোধী 'লেমার্কে'-কে—অপদস্থ করলো বিশ্ববরেণ্য 'আইনষ্টাইন্‌'-কে।...কিন্তু এতেও তার দস্যুবৃত্তির অবসান হলো না; সে চাইলো,—কেমন ক'রে ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি একেবারে গ্রাস করতে পারা যায়; জালিয়ে দেওয়া যায় দেশ, গ্রাম, সহর; বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া যায় নাগরিকদের স্থাবর অস্থাবর, সমস্ত সম্পত্তি। গোপনে গোপনে সে তাই অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হ'তে লাগলো, নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনকে দমন করবার খুঁজতে লাগলো সুযোগ, শান্তি-সংঘ থেকে বিদায় নেবার জন্যে আবিষ্কার করতে লাগলো শতবিধ যুক্তি ও কৌশল।

শান্তিকামী ইয়োরোপ তখন 'শান্তি চাই', 'শান্তি দাও' বলে অহরহ চীৎকার করছে। পৃথিবীর চোখের আড়ালে অন্ধকার সুরঙ্গ-পথে হিটলার যে রণদামামা বাজাতে সুরু করেছে, তা' তাহারা শুনতে পেল না। হিটলার তাই সুযোগ পেল। একটু একটু করে সে পরস্বাপহরণের পথে অগ্রসর হ'তে লাগলো।...সে চাইলো একনায়কত্বের রথচক্রতলে বিশ্বজাতিকে নিষ্পিষ্ট করিতে; সে চাইল পৃথিবীর মধ্যে জার্ম্মাণ জাতি হ'ক সর্ব্বেসর্ব্বা, হিটলার নিজে হ'ক একছত্র, একনায়ক। এই কারণে সে কারুর কথায় কাণ না দিয়ে ইয়োরোপের অসহায় এবং অল্পপ্রাণ রাষ্ট্রগুলির প্রতি শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করলো না। শান্তিকামীরা প্রমাদ গণলেন। হিটলারের 'চেক' আক্রমণের সংবাদে ইংরাজজাতি শঙ্কিত হলো। বিগত মহাযুদ্ধের মতো আর একটা ভয়াল যুদ্ধ যাতে সংঘটিত না হয়, মানুষের দল পশুর মতো আর যাতে কামড়া-কামড়ি না করে, পুষ্পোপম শিশু ও নারীর রক্তে পৃথিবী যাতে আর না অভিস্নাত হয়ে উঠে, ইংরাজ তার চেষ্টা করতে চাইল। দেশী ও বিদেশী রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা বলেন—ইংরাজদের এই চেষ্টা রাজনৈতিক বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। কিন্তু ইংরাজ যে শান্তি চেয়েছিল, এটা ঐতিহাসিক সত্য; ইংরাজ যে প্রবল সংগ্রামের জটিল ঘূর্ণাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হতে চেয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণাপহরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নি—এই সংবাদটা ঐতিহাসিকেরা তো মিথ্যা বলবে না।

শান্তিকামী ইংরাজ জাতি চেম্বারলেনকে প্রতিনিধি ক'রে পাঠালো। চেম্বারলেন "মিউনিক প্যাক্ট" হিটলার যা' চায় তাই দিয়ে গেল, বলে গেল, হিটলার শোনো—এই নিয়ে খুসি থাকো। যুদ্ধে আর প্রবৃত্ত হয়ো না, বিপর্যস্ত করো না মানুষের শান্তি।

"তাই হবে"—হিটলার বলেছিল। যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাবে স্বাক্ষর ক'রে শান্ত ছেলেটির মতো হিটলার বলেছিল,—"তাই হবে"। সকলে মনে করলো—শান্তি-প্রতিষ্ঠার সুযোগ মিলেছে। অনেকে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলেও ফেল্লে যে, শান্তি-কর্ম্মের সহায়ক হওয়ার জন্যে হিটলারকে শান্তির জন্যে "নোবেল প্রাইজ" দেওয়া উচিত !!!

কিন্তু হায় শান্তি! যুগে যুগে তুমি সমরলিপ্সু বর্ব্বরদলের কবলে পড়ে কতভাবেই না বিপর্যস্ত হয়েছ! অজ্ঞ বর্ব্বরদল তোমাকে এক মুহূর্ত্ত সামান্য একটা কুঁড়ে ঘরেও থাকতে দেয় নি, মানুষকে দেখতে দেয় নি তোমার দিব্য-সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় রূপস্পর্শ! বন্দিনী 'দেবকী'র মতো তুমি কারাগারে তাই আজ-ও কাঁদছ—আর আহ্বান করছ, কংসারি কৃষ্ণ-সুন্দরকে। কবে তিনি আসবেন কে জানে।

"চেকের" স্বাধীনতা হরণ করে—ডক্টর বেনেসের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌কে পদচ্যুত করিয়েও হিটলার ক্ষান্ত হলো না। কেননা নিজের কোলের দিকে ঝোল টানা যাদের স্বভাব, নিজেদের স্বাধীনতার মূল্যই যারা বেশী করে বোঝে, যারা মনে করে—মানুষকে চির অধীনতার 'অক্টোপাস' বন্ধনে বদ্ধ রাখবার জন্য এবং অপরের ওপরে প্রভুত্ব ফলাবার জন্যে যাদের জন্ম, তারা অল্পে তুষ্ট হয় না। তাই পৃথিবী ক্রমশঃ দেখলে—সবিস্ময়ে দেখলে হিটলারের লিপ্সার আগুনে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, হল্যাণ্ডের আকাশ-তলে লাগলো লঙ্কাকাণ্ড—ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক সভ্যতা হলো ভস্মীভূত।

ছলেবলে ও কৌশলে হিটলার নাৎসী-আয়ত্তে আনলো প্রায় সমগ্র ইয়োরোপ। শেষে শুধু বাকি রইলো ইংল্যাণ্ড। দিনক্ষণ দেখে হিটলার ইংল্যাণ্ডও আক্রমণ করলো। বীরবিক্রমে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করলো—চল্লিশ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্টের মধ্যে সে ইংল্যাণ্ড জয় করবে, এবং "বাকিংহাম প্যালেসে" বসে ভোজন-উৎসবে আনন্দ করবে।

পৃথিবীবাসী এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলো না। তারা বুঝলে—এইভাবে হিটলার যদি সমস্ত রাষ্ট্রকেই একতান্ত্রিক শাসনজালে জড়িত করে ফেলে, তবে পৃথিবীর কারুরই মর্য্যাদা থাকবে না, সকলকেই হিটলারের "তাঁবেদার" হয়ে তার হুকুম মতো কাজ করতে হবে। এই জন্যে সমগ্র পৃথিবী নানাভাবে নানা-দিক থেকে ইংল্যাণ্ডকে সাহায্য করলো। বিজিত রাষ্ট্র-সমূহেরও বহু সৈন্য, শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে ইংল্যাণ্ডকে সাহায্য করতে এলো।

দুর্দ্দান্ত মহিষাসুরের লিপ্সাবেগ দমিত করবার মহান্ উদ্দেশ্যে স্বর্গরাজ্যের বিভিন্ন দেবতা দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে যেমন তাঁদের শক্তি ও বিভূতি দান করে তাঁকে অধিকতর শক্তিময়ী করেছিলেন, নানা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অধিনায়কবর্গ তেমনি তাদের শক্তি, অর্থ ও লোকবল দান করে ইংল্যাণ্ডের সিংহবাহিনীকে শক্তিময়ী করলো। ফলে অন্যান্য রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করা হিটলারের পক্ষে যেমন সহজসাধ্য হয়েছিল, ইংল্যাণ্ড জয় করা তেমন সহজ হলো না—১৬ই আগষ্ট চলে গেল, চলে গেল ১৬ই সেপ্‌টেম্বর, ১৬ই অক্টোবর হিটলারি-গিরি ইংল্যাণ্ডের কাছে টিটকারী খেয়েই ফিরলো বারংবার, কেননা ইংল্যাণ্ড "সিংহের" ন্যায় (এবং সে সিংহই, এবং ইংল্যাণ্ডের স্বাধীনতার প্রতীকও সিংহ) তার স্বাধীনতার দুর্গাদেবীকে রণাঙ্গনে নিয়ে এলো বিপুলবিক্রমে।

লাগলো সমর। সংবাদপত্র পাঠ করো, ইতিহাস রচনা করো এই সমরের।

লেগেছে সমর। "চণ্ডী সপ্তশতী" পাঠ করো। ভক্তিভরে উপলব্ধি করো তার অর্থ। প্রবেশ করো তার দর্শনতত্ত্বের গহনারণ্যে। দেখবে—সিংহবাহিনীর কেন নাম দুর্গতিনাশিনী। যুগে যুগে, কালে কালে অসুরের দল যখন পৃথিবীকে অত্যাচারের ভারে অবনমিত করতে আসে, দুর্গতিতে ভরে দেয় পৃথিবী, ভেঙ্গে দেয় পৃথিবার প্রাচীন সভ্যতা, শিল্প ও সংস্কৃতি—স্বার্থের বহ্নি-তেজে ভস্মীভূত করে মানুষের শান্তি প্রগতি ও স্বাধীনতা, তিনি আসেন, আসে তাঁর পরাক্রমী সিংহ—গর্জ্জনে তার কেঁপে ওঠে ত্রিভুবন, কেঁপে ওঠে অসাধুর অন্তরাত্মা।

তিনি এসেছেন। সমরোন্মত্ত সিংহের, ঐ শোনো ডাক শোনা যায়। দেবাসুরের সংগ্রামে—দূর থেকে ছাখো কে হয় পরাজিত। মনে মনে প্রার্থনা করো—যা অন্যায়, তার যেন মৃত্যু হয়। যা অশুভ, যা পাপ, যা লিপ্সা, বীরত্বের ছদ্মবেশে যা বিদ্বেষপূর্ণ কাপুরুষতা—উচ্চকণ্ঠে বলো—তার মৃত্যু হোক। আর বলো—শান্তি আসুক,—আসুক প্রগতি ও স্বাধীনতা, আসুক সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে পরিপূর্ণ সৎসাহস, ঝঙ্কৃত হোক কলুষবিহীন সত্যধর্ম্মের বিজয়-সঙ্গীত। বেদের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত ধাৰ্ম্মিক ভারতবর্ষ যে সত্যের উপাসনা করে এসেছে—জয় হোক সেই সত্যের। যে সেই সত্যের বিরুদ্ধাচারী, সে যেই হোক মৃত্যু তার অনিবার্য্য।

আমাদের নিবেদন

অনিবার্য্য কারণে আমরা গত দুই সপ্তাহ (১১ই অগ্রহায়ণ ও ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখের) জঙ্গিপুর সংবাদ বাহির করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আমরা আমাদের গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ব্যানার্জ্জি হোমিও হল

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের নিকট অনুসন্ধান করুন।

নূতন ঠিকানা

মনিগ্রামের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক
পক্ষাঘাত, বাত, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ব্লডপ্রেসার, বেরিবেরি—প্রভৃতি পীড়ার চিকিৎসায় পারদর্শী

কবিরাজ—

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী বিশ্বাস কবিরত্ন,
এম-বি-সি-এ, (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
মনিগ্রাম বাসন্তীতলা
পোঃ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

টিপসহির কালী

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

মূল্য প্রতি কৌটা দুই আনা।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহ মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্‌-ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

আমরা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে স্কুলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হাজিরা বহি, ভর্ত্তি বহি, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, বেতন আদায়ের রসিদ বহি প্রভৃতি মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে আমাদের নিকট হইতে লইবেন। খাতাগুলি ভালভাবে বাইণ্ডিং করা।

বাংলা ভাষায় (প্রাইমারী স্কুলের জন্য)

হাজিরা বহি (২০ পাতার)	৵০
" ৪০ "	৷০
ভর্ত্তি বহি	।৶০
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (২০ পাতার)	।/০
রসিদ বহি (১০০ পাতার)	।১০

For M. E. & H. E. SCHOOLS.

Students' Attendance Register with Fee realisation (25 pages)	-/11/-
Teachers' Attedance (25 pages)	-/11/-
First Admission Form (100 sheets)	1/4/-
Transfer Certificate (100 sheets) (Triplicate.)	2/12/-
Receipt Book (for fee collection) (100 pages in each Book)	-/4/-
Letter Heading ½ Foolscap size 100	-/12/-
Do. ¼ Foolscap 100	-/9/-

পিওন-বুক

ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণ-সালিশী বোর্ড ও অন্যান্য অফিসের জন্য পিওন-বুক রাখা হইয়াছে। সুদৃশ্য চামড়ার দ্বারা বাঁধা। মূল্য বড় ৸০ আনা, ছোট ৷০ আনা।

ফরম সাপ্লাই এজেন্সী
পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর (বাবুবাজার।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া আনুন।

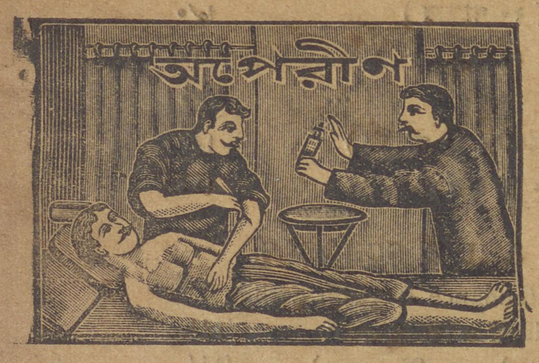

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র **অপেরীণ** ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয় মূল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।৶০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন ঃ—**ভাইট্যালী**—{ বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি **মরা মানুষ** বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৶০

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বি রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস্**
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্ন-দোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত